যায়যায়দিন

তারিখ ... 11 FEB 2009 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 2

শিক্ষার্থীরা এখনো পুরো সেট বই পায়নি

এনসিটিবি আর পুস্তক প্রকাশক সমিতি দুষছে পরস্পরকে

এম মামুন হোসেন

মাধ্যমিক পর্যায়ের ২৪টি বিষয়ের পাঠ্যবই গতকাল বাজারে আসার কথা থাকলেও তা আসেনি। চলতি শিক্ষাবর্ষের এক মাস পার হলেও শিক্ষার্থীরা পুরো সেট বই হাতে পায়নি। জাতীয় শিক্ষা কার্যক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) সময়মতো বাজারে বই ছাড়তে এবং সঙ্কট সমাধানে বাস্তব পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হওয়ায় এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। এনসিটিবি আর পুস্তক প্রকাশক ও মুদ্রাকর সমিতি বই সঙ্কটের জন্য পরস্পরকে দুষছেন। এনসিটিবির অসহযোগিতার কারণেই বই সময়মতো বাজারে ছাড়তে পারেননি বলে দাবি করছেন প্রকাশকরা। অন্যদিকে বোর্ড কর্তৃপক্ষ এখনো শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দেয়ার ব্যাপারে আশাবাদী তবে কবে নাগাদ শিক্ষার্থীদের হাতে বই পৌঁছবে তা উল্লেখ করেনি।

এনসিটিবি সূত্রে জানা গেছে- তৃতীয় ধাপের ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম শ্রেণীর কৃষি, ইসলাম, বাংলা রচনা, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, বাণিজ্যিক ভূগোল, ব্যবসায় উদ্যোগ, বাংলা ব্যাকরণ, পৃ২>>ক৬

এনসিটিবি আর পুস্তক প্রকাশক

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সহপাঠ, ইতিহাস, ভূগোল, হিসাববিজ্ঞান এবং কম্পিউটার- এ ২৪টি বিষয়ের বই গতকাল বাজারে আসার কথা ছিল। তবে বাংলাবাজার ও নীলক্ষেত মার্কেটে সরেজমিন ঘুরে দেখা গেছে, গতকাল মাধ্যমিক স্তরের শেষ ধাপের ২৪টি বিষয়ের কোনো বই দোকানে দেখা যায়নি।

সঙ্কট নিরসনে প্রকাশক ও মুদ্রাকর সমিতির কথা মতো এনসিটিবি বিভিন্ন উদ্যোগ নিচ্ছে এবং বাজারে বই আসার তারিখ কয়েক দফা পাল্টিয়েছে। এর আগে তৃতীয় ধাপের বই ২৬ জানুয়ারি বাজারে ছাড়ার পরিকল্পনা নিয়েছিল বোর্ড। প্রকাশকদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল বই বাজারে ছাড়ার নতুন পরিকল্পনা নেয় এনসিটিবি। সঙ্কটের অজুহাতে দ্বিতীয় ধাপের ৩৮টি এবং তৃতীয় ধাপের ২৪টি বইও খোলা বাজার থেকে কাগজ কিনে প্রকাশ করার অনুমতি চাচ্ছেন প্রকাশকরা। জানা গেছে, ২০০৯ শিক্ষাবর্ষের জন্য ষষ্ঠ থেকে নবম-দশম শ্রেণীর ৭৬টি বিষয়ের ২ কোটি ৬২ লাখ ২৪ হাজার ৭০ কপি পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বাজারজাত করার জন্য টেন্ডার দেয় বোর্ড। উন্মুক্তভাবে নিউজপ্রিন্টে বই ছাপার অনুমতি দিলে বইয়ের এ সঙ্কট থাকবে না বলে প্রকাশকরা বলছেন।

এ বছর বই ছাপার জন্য প্রকাশকদের ২৫ কোটি টাকা ভর্তুকি দিয়ে কাগজ সরবরাহ করে এনসিটিবি। বর্তমানে বাজারে এ বইয়ের কোনো হদিস পাচ্ছে না বোর্ড কর্তৃপক্ষ। অভিযোগ রয়েছে, অনেক প্রকাশক ও মুদ্রাকর বরাদ্দ করা কাগজে বই না ছেপে খোলা বাজারে বিক্রি করে দিয়েছেন। জানা গেছে, এনসিটিবির গুদাম থেকে কাগজ বের হওয়ার পর কর্তৃপক্ষের নজরদারির অভাবে কিছু অসাধু প্রকাশক এ ঘটনা ঘটিয়ে থাকেন।

এনসিটিবির চেয়ারম্যান প্রফেসর মছির উদ্দিন যায়যায়দিনকে বলেন, প্রথম ধাপের মতো দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধাপের বই উন্মুক্ত বাজার থেকে কিনে ছাপানোর ব্যাপারে এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। এছাড়া বোর্ড যে বই ছাপানোর টেন্ডার দিয়েছে তা এখনো বাজারে আসেনি। উন্মুক্ত বাজার থেকে কাগজ কিনে বই প্রকাশের সিদ্ধান্ত হলে তিনিও বোর্ডের সরবরাহকৃত কাগজের যথার্থ ব্যবহার নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেন। মাধ্যমিক স্তরের বই ছাপা নিয়ে কৃত্রিম সঙ্কট বন্ধ করতে প্রাথমিকের মতো মাধ্যমিকের বই বিনামূল্যে দেয়ার ব্যবস্থা করলে সিন্ডিকেটের কবল থেকে এ বাজার মুক্ত করা যাবে বলে তিনি মনে করেন।